দৈনিক বাংলা

তারিখ 04 AUG 1994
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৪

06

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উদ্যোগ ঃ সেলফ প্রোগ্রাম

লিয়াকত শাহ ফরিদী ঃ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী ভাষা শিক্ষার সেল্‌ফ প্রোগ্রামের এমসি কলেজ কেন্দ্রে এবার একশ' ২১ জন ছাত্র ছাত্রী ভর্তি হয়েছেন। সেলফ প্রোগ্রাম হচ্ছে 'সার্টিফিকেট ইন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফিসিয়েন্সি'। এটি উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব সোশাল সায়েন্স, হিউমিনিটিজ এ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজের অন্তর্ভুক্ত একটি কোর্স।

বৃহত্তর সিলেটে সেল্‌ফ প্রোগ্রামের একমাত্র কেন্দ্র হচ্ছে এমসি কলেজ। '৯৪ সালের জানুয়ারী থেকে এই কেন্দ্রে শিক্ষাদান চালু হয়েছে। মূলত এই কোর্সের শিক্ষাদান কর্মসূচী রেডিও ও টেলিভিশনের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। '৯৪-এর জানুয়ারী-জুন সেশনে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল মাত্র ৪১ জন।

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী ভাষা শিক্ষা কোর্স দু'টি সেমিস্টারে বিভক্ত। ছয় মাসে এক সেমিস্টার। কোর্সে ভর্তির শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি পাস। বছরে দু'টি সেশনে শিক্ষাদান কার্যক্রম পরিচালিত হয়। জানুয়ারী-জুন সেশন ও জুলাই-ডিসেম্বর সেশন। সেলফ প্রোগ্রামে লেখা, পড়া, শোনা ও বলার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। এই হিসাবে রেজাল্টের পয়েন্টও বন্টন করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে বিনামূল্যে ছয়টি বই ও পাঁচটি ক্যাসেট ছাত্রছাত্রীদেরকে দেয়া হয়। প্রতি মাসের প্রথম ও তৃতীয় শুক্রবার এমসি কলেজ কেন্দ্রে দুই ঘন্টার টিউটোরিয়াল ক্লাসের ব্যবস্থা রয়েছে।

সেল্‌ফ প্রোগ্রামের প্রতি কোর্সের সময়কাল ছয় মাস। এটাকে আবার তিন মাস করে দু'টি ইউনিটে ভাগ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে কোর্সের জন্য ফি নেয়া হয় ১৫শ' টাকা। প্রথম ইউনিটের জন্য ফি নেয়া হয় সাতশ' ও দ্বিতীয় ইউনিটের জন্য আটশ' টাকা। কোর্স শেষে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় অংশ নিতে হয়। পরীক্ষার মোট মার্ক একশ' পয়েন্ট। মার্ক বন্টন করা হয়েছে এভাবেঃ লেখা-৩০, পড়া-৩০, শোনা-২০ ও বলা-২০। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের কোর্স শেষে

সারা দেশে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের এরকম ২৭টি কেন্দ্র চালু আছে। এর মধ্যে ঢাকা শহরে আছে চারটি। প্রতি কেন্দ্রে একজন কো অর্ডিনেটর এবং শিক্ষার্থীর হার অনুসারে প্রশিক্ষক নিয়োগ করা হয়। প্রতি ৪০ জন শিক্ষার্থীর জন্য একজন প্রশিক্ষক নিযুক্ত হন। প্রশিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে তুলণামূলকভাবে বিশেষত ইংরেজী বিভাগের ভাল শিক্ষকরাই নিয়োগ পেয়ে থাকেন।

এমসি কলেজ কেন্দ্রের কো-আর্ডনেটরের দায়িত্ব পালন করছেন কলেজ অধ্যক্ষ এম রিয়াসত উল্লাহ। প্রশিক্ষক বা একাডেমিক কো-আর্ডনেটরের দায়িত্বে আছেন কলেজের ইংরেজী বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জয়নুল আবেদীন চৌধুরী। গত সেমিস্টারের তুলনায় বর্তমান সেমিস্টারে শিক্ষার্থীর হার অনেক বেড়েছে। ফলে আরো দু'জন প্রশিক্ষকের নিয়োগ দান এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। জানালেন কেন্দ্রের প্রশিক্ষক জয়নুল আবেদীন চৌধুরী। কেন্দ্রের কো-অর্ডিনেটর অধ্যক্ষ এম রিয়াকত উল্লাহ জানান, এমসি কলেজের ইংরেজী বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সফিকুল আমীন ও প্রভাষক হায়াতুল ইসলাম আখনজীকে মনোনয়ন দেয়া হয়েছে। কেন্দ্রের কো-অর্ডিনেটরকে বিশ্ববিদ্যালয় এক হাজার টাকা ও প্রশিক্ষকদের প্রতি ক্লাসের জন্য তিনশ টাকা করে প্রদান করে। প্রশিক্ষকদের প্রতিমাসে দু'টি ক্লাস নিতে হয়। টিউটোরিয়াল ক্লাস প্রতিমাসের প্রথম ও তৃতীয় শুক্রবার। সকাল ১০টা থেকে ১২ টা পর্যন্ত দু'ঘন্টার এই ক্লাসে মূলত রেডিও ও টিভির প্রশিক্ষণকে পর্যালোচনা করা হয়। কেন্দ্রের প্রশিক্ষক অধ্যাপক জয়নুল আবেদীন চৌধুরী জানান, তিনি কোর্সের ব্যাপারে আশাবদী। এই কোর্সের মাধ্যমে বিভিন্ন পেশার মানুষ উপকৃত হবেন। অধ্যাপক জয়নুল আবেদীন বলেন, চলতি সেমিস্টারে যে একশ' ২১ জন ভর্তি হয়েছেন তাদের মধ্যে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ও আইজীবীরাও আছেন। আসন সংখ্যার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জানান, নির্দিষ্ট আসন এখনও নির্ধারিত হয়নি। এই সেমিস্টারে প্রায় দুইশ' জন দরখাস্ত করেছিলেন। তাদের কাগজপত্র বাছাই করে একশ' ২২ জনকে ভর্তির জন্য মনোনীত করা হয়। তিনি বলেন, যেহেতু ৪০ জন শিক্ষার্থীর জন্য একজন প্রশিক্ষকের ব্যবস্থা আছে সে হিসাবে আসনের ব্যাপারটি খুব একটা বিবেচ্য নয়।

জয়নুল আবেদীন চৌধুরী বলেন, প্রচলিত অদক্ষ শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত ইংরেজী ভাষা শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলোর চেয়ে এই কোর্স অনেক বেশী যুগপযোগী ও আধুনিক। নিজ নিজ পেশায় দক্ষতা অর্জনের জন্যও এ কোর্স একটি ভাল পদক্ষেপ বলে তিনি মনে করেন। তাছাড়া সিলেটবাসীর বিদেশ যাওয়ার প্রবণতার সাথে এই কোর্সের গুরুত্বকে তিনি ভাল দিক বলে মন্তব্য করেন। দূরশিক্ষণের মাধ্যমে পরিচালিত এই কোর্সকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ পদে ও পেশায় সাফল্য লাভ করবেন বলে তিনি মত ব্যক্ত করেন।